## সা ত দি ন

**২২ জুলাই :** দেশের প্রায় সব নদ-নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে।

মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ১৫ আগস্ট সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস পালন না করা এবং ঐ দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ক্যাবল টিভি ধর্মঘটের আংশিক অবসান হয়েছে, এক বৈঠকে ক্যাবল অপারেটররা জানিয়েছেন, সম্পূরক কর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা শুধু ফ্রি এয়ার চ্যানেলসমূহের অনুষ্ঠান চালাবে।

তৃষা হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গাইবান্ধায় এবং কৃষক লীগ নেতা আযম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বগুড়ার চান্দাইকোনায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।

**২৩ জুলাই :** সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৩৫ হাজার ৭৪ একর রোপা আমনের বীজতলা বন্যার পানিতে সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে এবং ১০ হাজার ৮১৯ একর জমির রোপন আমনের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পূরণে বৈদেশিক মুদ্রার ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ অচিরেই চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান।

কাস্টমসের শুল্ক গোয়েন্দা শাখা কলকাতা থেকে আসা বিমানের তিন যাত্রীর কাছ থেকে ১ কোটি টাকা আমদানি নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার করেছে।

জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে ছাত্ররা বিক্ষোভ ও গাড়ি ভাঙচুর করে।

রাজধানীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ২ ব্যক্তি নিহত।

**২৪ জুলাই :** মধ্যরাতে ঢাবির শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশের লাঠিচার্জে প্রায় ২ শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির রিপোর্টে মানব উন্নয়ন সূচকে ১৭৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তম বলে জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সাবেক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা হাজী মোহাম্মদ সেলিমের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করেছে।

**২৫ জুলাই :** প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় শিল্পোন্নয়ন পরিষদের (এনআইসিডি) প্রথম বৈঠকে একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিতে দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে নিরীহ ছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্মম হামলার প্রতিবাদে ক্যাপাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালিত।

পৌর চেয়ারম্যান আহসান হাবীব কামাল মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ১৩২ বছরের পুরনো বরিশাল পৌরসভা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

**২৬ জুলাই :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ন্যক্কারজনক ঘটনার বিচার এবং ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ী, সামাজিক সংগঠন ও পঞ্চায়ত কমিটিসহ ১৫টি সংগঠন মাদক ও নারী ব্যবসা, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ অন্যান্য অপরাধ বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার থেকে অবিরাম ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

মিরপুরে জিমকা ফার্মাসিউটিক্যাল নামে একটি ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণে দালান ধসে পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**২৭ জুলাই :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তাল বিক্ষোভের মুখে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের উদ্বোধন করেন।

একুশে টিভিকে নতুন লাইসেন্স প্রদানের জন্য রিট পিটিশন সরাসরি খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের একই স্থানে দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও কমপক্ষে ৫০ জন আহত

**২৮ জুলাই :** ঢাবি বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের জরুরি নির্দেশ দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আরো অশান্ত হয়ে ওঠে। ছাত্রী হলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মৌন মিছিল করেন।

ছাত্রী হলে পুলিশের প্রবেশ ও ছাত্রী নেতাদের বিষয়ে সরকার গঠিত তদন্ত কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ব্যাংকিং খাত, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, চট্টগ্রাম বন্দর ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন এখন বর্তমান সরকারের জন্য সবচে' বড় এজেন্ডা বলে এক বৈঠকে জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংক মিশন প্রধান ফ্রেডারিক টি টেম্পল।

সিরাজগঞ্জে চাঞ্চল্যকর স্কুলছাত্র মিঠু হত্যা মামলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কলেজছাত্র পান্ডুর মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পৌর চেয়ারম্যান বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে ১২৪ বছরের প্রাচীন সিলেট পৌরসভা।

## মোশাররফের সফর

# আলোচনার বিষয় একই

স্বাধীনতার পর গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের তিনটি ন্যায্য দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে পাক শাসকদের সাথে বারবার। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। এবারও আলোচনার বিষয় সেই একই...
লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

*জেনারেল পারভেজ মোশাররফ*

পাকিস্তানের সেনা শাসক পারভেজ মোশাররফ ৩ দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন। ৩ বছর আগে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলকারী পাক রাষ্ট্রপতির এই সফর নিয়ে দেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে নানা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সার্কভুক্ত কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এই প্রথম এ দেশ সফরে এসেছেন। জেনারেল মোশাররফেরও এটিই প্রথম ঢাকা সফর।

'৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নির্যাতনের স্মৃতি পাক-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নে যেমন বড় এক অন্তরায়, তেমনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে এই দুটি প্রতিবেশী দেশ অভিন্ন মত পোষণ করায় এক ধরনের সখ্যও রয়েছে দু'দেশের মধ্যে। দু'পক্ষই আশা করছে এই সফরের ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অচলাবস্থা দূর হবে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলো মীমাংসার একটি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

### বাংলাদেশ পক্ষের আলোচ্যসূচি

বাংলাদেশ পাক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনায় সবচেয়ে প্রাধান্য দেবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্য হ্রাস, পাট, পাটজাত পণ্য এবং চাসহ বাংলাদেশের ২১টি পণ্য শুল্কমুক্তভাবে পাকিস্তানের বাজারে প্রবেশাধিকার। আটকে পড়া ২ লাখ ৩৭ হাজার পাকিস্তানিকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগের সম্পদে বাংলাদেশের হিস্যা সাড়ে ৪০০ কোটি ডলার ফেরত পাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হবে এরকম আভাস আগে থেকেই দিয়েছিলো পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়।

স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ ৩০ বছরে বাংলাদেশ এসব ন্যায্য দাবি বহুবার আলোচনায় এনেছে। পাকিস্তানের অতীতের সব সরকারপ্রধান এসব বিষয় মীমাংসার আশ্বাস অসংখ্যবার দিয়েছেন। বাংলাদেশের নেতা-নেত্রীরাও এই প্রাপ্য দাবিগুলো আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন দেশের জনগণকে। কিন্তু তিন দশকে প্রাপ্তি শূন্য। পাকিস্তানি নেতাদের ওয়াদা ভঙ্গ, হটকারিতা এবং বাংলাদেশের সরকারগুলোর নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ফলে ২ লাখ ৩৭ হাজার আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে নেবার মতো মানবিক বিষয়টিও ন্যূনতম সুরাহা হয়নি। দিন দিন প্রক্রিয়া যেভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে তাতে এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া আদৌ শুরু হবে কি না তা নিয়ে শংসয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের এতো বিপুলসংখ্যক বিদেশী নাগরিককে দশকের পর দশক সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এরা ঢাকার বিভিন্ন ক্যাম্পে যেমন মানবেতর জীবন যাপন করছে, তেমনি নানা সমাজিক সমস্যা তৈরি করে চলছে। বৈধ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না। পাকিস্তানের নেতারা তিন দশক এদের নিয়ে রাজনীতি করছেন কিন্তু এদের জন্য কোনো পাক সরকারই উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। এবারও কি একইভাবে এই সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার টেবিলেই থেকে যাবে?

*আটকেপড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবসন আদৌ কি হবে*

আটকে পড়া পাকিস্তানিদের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পাওনা সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা নিয়ে প্রতিশ্রুতি হয়নি। বাংলাদেশের সরকারগুলোও এই পাওনা পরিশোধে পাকিস্তানকে বাধ্য করতে তেমন চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। জুস ক্যান্ডির মতো অপ্রোয়জনীয় বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে পাট, পাটজাত পণ্য এবং চায়ের রপ্তানি বাজার পাকিস্তানে ক্রমশ বাংলাদেশের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত পাকিস্তানে প্রবেশ বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে বহুবার কিন্তু অগ্রগতি শূন্য।

### পাকিস্তান পক্ষের আগ্রহ যেসব বিষয়ে

প্রতিবেশী দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তানের বৈরিতা এবং সীমান্ত উত্তেজনার প্রশ্নে বাংলাদেশের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা পাকিস্তান বরাবরই করে আসছে। সীমান্ত উত্তেজনা, দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থামাতে না পেরে মোশাররফের সামরিক সরকার বর্তমানে আন্তর্জাতিক

এবং অভ্যন্তরীণ চাপের মধ্যে রয়েছে। এই চাপ থেকে বেরিয়ে আশার পথ খুঁজছেন মোশাররফ। বাংলাদেশ সফরের পর তিনি যাবেন শ্রীলঙ্কা। পর্যবেক্ষক মহল তার এই সফরকে দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রভাব বৃদ্ধি, নিজের সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক জনমত তৈরির চেষ্টা হিসেবে দেখছেন। তিনি তার দেশের জনগণকে দেখাতে চাইছেন, ভারত এবং আমেরিকার চাপ সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার সরকার এবং জনমত তার সরকারের পক্ষেই রয়েছে।

মোশাররফ ৩ বছর আগে ক্ষমতা দখলের পরই দেশে গণতন্ত্রায়ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আগামী ১০ অক্টোবর পাকিস্তানে সংসদীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। নানা ডিক্রি জারি করে রাজনীতিকদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলেও আন্তর্জাতিক মহল এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। কমনওয়েলথও নির্বাচনটিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। এ নির্বাচনে কমনওয়েলথ যে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে বাংলাদেশ তার অন্যতম সদস্য। এসব কারণে মোশাররফের সামরিক সরকারের কাছে বাংলাদেশের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

**আওয়ামী লীগে মোশাররফ বিরোধ**

যুক্তরাষ্ট্রে সফররত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দেশ ত্যাগের আগে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, দলের ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এই প্রতিনিধি দলের জন্য তিনি বাছাই করে দিয়েছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ, আবুল হাসান চৌধুরী, সালমান এফ রহমান, কাজী জাফরুল্লাহ ও আবুল হোসেন এমপিকে। গত ২৪ জুলাই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে শেখ হাসিনার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। সভায় আব্দুস সামাদ আজাদের ভূমিকার সমালোচনা করেন সিনিয়র নেতারা। এবং তারা 'মোশাররফ সেনা শাসক' অজুহাত দিয়ে প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ কর্মসূচি বাতিল করেন।

কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, প্রতিনিধি দলে শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের ঠাঁই না হওয়ায় তারা রুষ্ট হন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বাদ পড়া শীর্ষ নেতারা কৌশল অবলম্বন করে সাক্ষাৎ কর্মসূচি ভন্ডুল করেন।

জানা গেছে, এ খবর পেয়ে শেখ হাসিনা রুষ্ট হয়েছেন। এর আগে তিনি যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এই সেনা শাসকের সঙ্গেই একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাকে অবৈধ সেনা শাসক হিসেবে আর উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আওয়ামী লীগ আর বিএনপির দলীয় মারপ্যাঁচ যাই হোক, দেশবাসী আশা করছে সরকার মোশাররফের কাছ থেকে আর প্রতিশ্রুতি নয়— কাজ এবং ন্যায্য পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা হবে।

## বৃদ্ধ নিবাস

# রাজনীতির শিকার

লিখেছেন **প্রশান্ত মজুমদার**

কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট, হাইকোর্ট মাজারে শত শত অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ ভিক্ষা করছে, কেউ বসে আছে, কেউবা ঘুমিয়ে আছে। সদরঘাট টার্মিনালে কথা হয় ষাটোর্ধ্ব মান্নান পেদার সঙ্গে। কথা হয় ৭০ বছরের কমলা সুন্দরীর সঙ্গে। এদের গ্রামের বাড়িতে ভিটে বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। ছেলে-মেয়ে সকলেই বিবাহিত। তাদের নিজেদের সংসারই চলে না। মা-বাবার ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করবে কীভাবে? আবু বললেন, 'আল্লারে কই আমাগো এ পৃথিবীর বাইরে লইয়া যাউক।' কমলা সুন্দরী বললেন, 'হাঁপি (হাঁপানি) বেরাম আছে বাবা, সবদিন ভিক্ষা করতে পারি না। পুলিশে হাত না ধরলে রাস্তাও পার অইতে পারি না।' এরকমই মানবেতর জীবন-যাপন করছে দেশের বিভিন্ন শহরের পথেঘাটে, আনাচে-কানাচে হাজার হাজার অসহায়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এদের একটা দাবি আছে। একটু আশ্রয়ের। এদের দুঃখ-কষ্ট এবং সরকারের দায়িত্ব উপলব্ধি করেই বিগত আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি নিবাস নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অসহায় দরিদ্র ও ষাটোর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর আশ্রয়, নিরাপত্তা, চিকিৎসাসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশের বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত সরকারি শিশু সদন বা শিশু পরিবারের সঙ্গে সমন্বিত করে শান্তি নিবাস স্থাপন করা। সদনের নিবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্নেহের আশ্রয়ে সরকারী শিশু সদন বা শিশু পরিবারের শিশুদের জন্য পারিবারিক পরিবেশ ও চেতনায় বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করা। এতিম অসহায় শিশুদের আদর যত্ন করে বৃদ্ধ বয়সের একাকীত্ব ভুলে বয়স্কদের জন্য স্বাভাবিক জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। শারীরিক যোগ্যতা ও সামর্থ্যানুযায়ী অসহায় বয়স্ক নিবাসীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ উপযোগী কর্মসূচিকে সম্পৃক্ত করা। কিন্তু বর্তমান বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সম্প্রতি অসহায়-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে স্থাপিত শান্তি নিবাসগুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শান্তি নিবাসের জন্য নির্মাণাধীন ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ করে অন্য কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে চালু শান্তি নিবাসে যাদের আশ্রয় নেয়া-দেয়া তারা ব্যতীত আর কাউকে ভর্তি করা হবে না। প্রকল্পে নতুন কোনো জনবলের সংস্থান রাখা হবে না। সরকারের ঐ সিদ্ধান্তে প্রকল্পের কার্য পরিধি কমে যাওয়ার কারণে জনবলসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি কমানোর কথাও বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তে আরো উল্লেখ করা হয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের এ প্রকল্পটি জোট সরকারের বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটি নগণ্য অংশ। মাত্র ৬০০ জনের জন্য শুধুমাত্র মূলধন ব্যয়ই হচ্ছে ২ লাখ টাকা। এর সঙ্গে পরিচালনাগত ব্যয়ও রয়েছে। তাই এটি একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। তাছাড়া আলোচ্য ধারণাটি পাশ্চাত্যের। বয়স্কদের নিবাসে না রেখে পরিবারের মধ্যে কিভাবে স্থিত করা যায় এনিয়ে বিভিন্ন দেশে নতুন করে ভাবা হচ্ছে। তাই অসমাপ্ত ভবনগুলো অন্য কোনো ভাবে ব্যবহার করা যায় কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে। বর্তমানে শুধু ঢাকা বিভাগের ফরিদপুরের শিশু সদনের সঙ্গে স্থাপিত শান্তি নিবাসে কিছু অসহায়-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আশ্রয় পেয়েছে।

প্রকল্পটির অধীনে বাকি পাঁচটি বিভাগে নির্মাণ ও পরিকল্পনাধীন শান্তি নিবাসগুলোর আরো প্রায় ৫০০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে ভর্তি বা আশ্রয় দেয়ার কথা।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বিভাগীয় পর্যায়ে শিশু সদন বা শিশু পরিবারের সঙ্গে সমন্বিত করে ৬টি বিভাগীয় শহরের প্রত্যেকটিতে একটি করে শান্তি নিবাস স্থাপনের প্রস্তাব করে। তখন ১০ কোটি টাকা ব্যয় ধরলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৯৯৯ সালের ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভায় ৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার টাকায় চূড়ান্তভাবে এটি অনুমোদিত হয়। পরে সাইট উন্নয়ন, গ্যারেজ, গার্ডশেড, গেট, সীমানা দেয়াল নির্মাণ, অতিরিক্ত কিছু যন্ত্রপাতি, নতুন জনবল এবং জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কারণে প্রকল্পের ব্যয় ১৩ কোটি ৫৪ লাখ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০০১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয় ৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা। ওই সময়

পর্যন্ত ৬টি নিবাসের মধ্যে তিনটি নিবাসের ৮০ শতাংশ ও একটি নিবাসের ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৪ সালের উপাত্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে ষাটোর্ধ্ব জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫.০৭ শতাংশ সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ভবঘুরে) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই লক্ষাধিক ভিখারি রয়েছে। যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা'। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রবীণদের সংখ্যাও বাড়ছে। বর্তমানে ভাঙা পরিবার, বেকারত্ব, অভাব, নগরায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিল্পায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বয়স্ক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র ও বিত্তহীন পরিবারের বয়স্কদের জীবন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলেও বাংলাদেশে বয়স্কদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে তেমন কোনো কার্যক্রম নেই বললেই চলে। অথচ বয়স্কদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমাজ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। শান্তি নিবাস বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ড. মোজাম্মেল হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা ঢাকা ডিভিশনের শিশু পরিবারের সঙ্গে ফরিদপুরের শান্তি নিবাসটি চালু করতে পেরেছিলাম। এছাড়া রাজশাহী ও খুলনা ডিভিশনের শান্তি নিবাসের কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়েছিল। এটা করেছি বুড়া-বুড়িরা যাতে নাতি-নাতনী নিয়ে নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতে পারে। বর্তমানে জোট সরকার এটা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টাকা বাঁচিয়ে লুটপাট করার জন্য। তারা ধর্ম মানেন না। সংবিধান মানেন না। তারা যেটা বলবে সেটাই সংবিধান। দেশের যারা নাগরিক, যারা গরিব অসহায় বুড়া-বুড়ি যাদের আশ্রয় নেই। দেখার লোক নেই। তাদের প্রতি এ সরকারের দায়িত্ব নেই। গরিবের প্রতি দায়িত্ব নেই। অথচ গরিব জনগণের টাকা খরচ করে ৭৩টি হাতি পুষতে পারবে। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে যারা জনগণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয় তাদের কাছে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। শান্তি নিবাস প্রকল্পটি বন্ধ তো করা উচিত নয়ই বরং এর পরিধি বৃদ্ধি করা জরুরি।' সমাজ কল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোজাহিদুল ইসলামের কাছে ২০০০ হতে এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া মাত্রই তার নিজস্ব মোবাইলটি অফ করে দেন। মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বন্ধ করা হয়েছে বৃদ্ধদের শান্তি নিবাস।

## চট্টগ্রামের আইন শৃংখলা

# নিয়ন্ত্রণে সন্ত্রাসীরা!

লিখেছেন *চট্টগ্রাম থেকে* **সুমি খান**

ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের বিএনপি নেতা-কর্মীদের একটি অংশ অন্তর্কোন্দল, দখল, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের লড়াইতে ব্যস্ত, একটি অংশ নিষ্ক্রিয়। সেই সুযোগে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা তাদের মন্ত্রীদ্বয় এবং জামায়াতপন্থি বিএনপি মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সুকৌশলে বিস্তৃত করছে তাদের জাল।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের নিয়ে স্থানীয় সাংসদদের ছাড়াই সিএমপি কর্তৃপক্ষ তৈরি করেছে চট্টগ্রাম মহানগর আইনশৃঙ্খলা কমিটি। গত ২২ জুলাই সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খানের স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে ৪১টি ওয়ার্ডের ২ জন বিএনপি, ১ জন জামায়াত নেতা প্রতি ওয়ার্ড থেকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দামপাড়া পুলিশ লাইন শুটিং ক্লাবে এই কমিটির সভায় থানা বিএনপি'র সভাপতি জাতীয় পার্টির প্রতি ওয়ার্ডের সভাপতিকে উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হয় এ চিঠিতে। নগর বিএনপি'র একটি শক্তিশালী অংশ আব্দুল্লাহ আল নোমান সমর্থিত নেতা-কর্মীদের দাবি– এই তালিকায় সন্ত্রাসী, দাগি আসামীরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাছির প্রদত্ত তালিকা বলে দাবি করছে বিএনপি'র নোমান গ্রুপ। এই গ্রুপের প্রতিরোধের মুখে বাতিল হয়ে যায় এ সভা। এ প্রসঙ্গে নগর ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন চৌধুরী লিটন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'অন্য ওয়ার্ড নয় কোতোয়ালি প্রসঙ্গে বলবো স্থানীয় সাংসদ কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের নামই নেই সেই আইনশৃঙ্খলা কমিটির তালিকায়। অথচ তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী, আসামিরা আছে সেই তালিকায় আইনশৃঙ্খলা অবনতিতেই তাদের ভূমিকা থাকবে, উন্নতিতে নয়।'

## যশোর

# দুর্বৃত্তদের ঘাঁটি

লিখেছেন *যশোর থেকে* **মামুন রহমান**

১৮ জুন। চাঞ্চল্যকর একটি খবর আসে যশোর পুলিশের কাছে। সোর্স মাধ্যমে জানতে পারে দেশ সেরা ২ সন্ত্রাসী ঢাকার সুব্রত বাইন ও কালা জাহাঙ্গীর এখন যশোরে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে কালা জাহাঙ্গীর শহরের বেজপাড়া বনানী রোড এলাকায় বসবাসকারী সাবেক এক টপটেরর ও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ক্যাডারের বাড়িতে এবং সুব্রত বাইন খড়কি এলাকায় একই দলের অপর একটি প্রভাবশালী ক্যাডার বাহিনীর আশ্রয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ কালা জাহাঙ্গীরকে ধরার জন্যে বেজপাড়ায় অভিযান চালায়। কিন্তু পুলিশ ঐ বাড়িতে প্রবেশের আগেই বিষয়টি আঁচ করে ফেলে কালা জাহাঙ্গীর। যে কারণে খুব সহজেই সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নিরাশ হয়ে ফিরে আসে পুলিশ। অন্যদিকে খবর পেয়ে সতর্ক হয়ে যায় সুব্রত বাইনও। পরদিন এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বড় ধরনের অঘটন ঘটার শঙ্কায় থাকে প্রশাসনের লোকজনও। সবার মনে প্রশ্ন জাগে, রাজধানীর নিশ্ছিদ্র ডেরা ছেড়ে দেশসেরা ২ দুর্বৃত্ত যশোরে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর উদ্‌ঘাটন করতে যেয়ে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, শুধু সুব্রত বাইন আর কালা জাহাঙ্গীরই নয়– বিপদে পড়লে অধিকাংশ শীর্ষ সন্ত্রাসীই যশোরে এসে আত্মগোপন করে। অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। যশোরও নিরাপদ মনে না হলে তারা

উল্লেখ্য, এই তালিকায়, ৩১ নং ওয়ার্ডের আবদুস শুক্কুর (রেয়াজ উদ্দিন বাজারের একটি দোকানের কর্মচারী), ২০ নং ওয়ার্ডের দিদারুল আলম, ৩৩ নং ওয়ার্ডের আক্তার খান, ৩৫নং ওয়ার্ডের জসীমউদ্দিন মন্টুসহ প্রতিটি ওয়ার্ডে বিতর্কিত ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন জামায়াত নেতার সঙ্গে ২/১ জন বিএনপি নেতা অন্তর্ভুক্ত হলেও 'উদারপন্থি' অপরাধে রাজনীতির সক্রিয় নেতা-কর্মীদের কেউই সেই তালিকায় নেই। বিএনপি'র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতাদের কেউ কেউ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, মীর নাছির দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতার লোভে এক করতে চাইছেন জামায়াতপন্থি বিএনপি নেতা-কর্মী এবং জামায়াত নেতাদের। সেক্ষত্রে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতারকৃত শীর্ষ সন্ত্রাসী (তালিকায় ১০ নং) ইকবাল (পাথরঘাটা), এতিমখানা আলম (শীর্ষ সন্ত্রাসী তালিকায় ১৪ নম্বর আসামীসহ) অনেককে জামিনে ছাড়িয়ে নেন পরবর্তীতে এদের সহায়তায় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের আশায়।

**টার্গেট মেয়র**

অনেকের মতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং মেয়র পদে মনোনয়নে বাধ্য করতে ক্যাডার বাহিনীর সাহায্য মীর নাছিরের অপরিহার্য। তারই পূর্ব প্রস্তুতিতে জামায়াত নেতাদের নিরঙ্কুশ সমর্থন এবং উঠতি নেতা, পাতি নেতাদের নিয়ে ক্যাডার বাহিনী তৈরির প্রয়াসে সিএমপিকে বাধ্য করলেন এ কমিটি করতে। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে হলে হাতের পাঁচ হিসেবে চারপাশে জামায়াতবেষ্টিত হয়ে নতুন করে ক্ষমতার লড়াইয়ে নামা মীর নাছিরের জন্যে খুবই স্বাভাবিক বলেই অনেকেরই ধারণা।

**ছাত্রদল-বিএনপি নেতৃত্বের শূন্যতায় সন্ত্রাসের তাণ্ডব**

ক্ষমতায় গেলে আর রাজনীতির প্রয়োজন নেই। দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি নিয়ে ব্যস্ত চট্টগ্রামের সরকার দলীয় ক্যাডাররা। প্রতিটি পাড়া, মহল্লায় মার্কেট দখল, লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট দখল, সরকারি হাসপাতাল দখল অব্যাহত প্রক্রিয়ায় চলছে। এ সন্ত্রাসী তাণ্ডবে ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণ। এ যেন চট্টগ্রামে আট মন্ত্রী নির্বাচিতের খেসারত। সুযোগ মতো জামায়াত নেতা-কর্মী সমর্থকরা সরকারি, বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে দলের কেউ কেউ আব্দুল্লাহ আল নোমান, আমীর খসরু এবং মোর্শেদ খানের উদাসীনতাকে দায়ী করে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে রাজনীতির মূল ধারা থেকে সরে জামায়াতকে কি ইজারা দিচ্ছেন তারা চট্টগ্রাম অঞ্চল?

চলে গেছে ভারতে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কথা। পরিস্থিতিগত কারণে রাজধানীতে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় সুব্রত বাইন বাহিনীর। যে কারণে তারা সদলবলে ঢাকা ছাড়ে এবং আশ্রয় নেয় যথারীতি যশোরেই। তারপর যশোরের কুখ্যাত মাদক ও মানুষ পাচারের ঘাট বেনাপোলের সাদিপুর দিয়ে চলে যায় ভারতে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলে তারা পুনরায় দেশে ফিরে আসে। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা এবং পুলিশ ঐ সমস্ত টপটেররদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান শুরু করলে রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আবারো বেকায়দায় পড়ে যায়। তারা একে একে নিজ ডেরা ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। এদের মধ্যে সুব্রত বাইন চলে আসে সোজা যশোরে। কিন্তু তার এই আত্মগোপনের বিষয়টি গোপন থাকেনি। পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন বিষয়টি জানুক আর নাই জানুক জেনে যায় সুব্রত বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী কালা জাহাঙ্গীর বাহিনী। যশোরে দু'পক্ষেরই ঘনিষ্ঠ লোকজন রয়েছে। ফলে যে পক্ষই এখানে এসে আত্মগোপন করুক না কেন— সে সংবাদ ঢাকায় পৌঁছতে সময় লাগে না।

সূত্র মতে, মে মাসের প্রথম দিকে সাভারে যশোর থেকে ঢাকাগামী একটি বাসের মধ্যে খুন হয় সুব্রত বাইনের দেহরক্ষী চঞ্চল। চঞ্চল যশোর থেকেই ঢাকায় ফিরছিলো। সে নিহত হওয়ার পর প্রচার হয়ে যায়, কালা জাহাঙ্গীর গ্রুপই এ হত্যাকান্ড ঘটায়। সুব্রত বাইন গংয়ের যশোরে অবস্থান নেয়ার খবর পাওয়ার পর কালা জাহাঙ্গীর গ্রুপও তাদের শায়েস্তা করতে যশোরে লোক পাঠায়। তারা সুব্রত বাইনকে না পেলেও পেয়ে যায় তার দেহরক্ষী চঞ্চলকে এবং ঐ দিন চঞ্চল ঢাকা ফিরছে জানতে পেরে কালা জাহাঙ্গীরের লোকজনও একই বাসে টিকিট কাটে। বাসটি বিকাল ৪টার দিকে যশোর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ বাসটি সাভার এলাকায় পৌঁছলে ঘাতকচক্র চঞ্চলকে বাসের মধ্যেই হত্যা করে। এ সমস্ত খবর সুব্রত বাহিনী জানার পর তাদের অনেকেই আবার যশোরে এসে আত্মগোপন করে এবং পরে অবৈধ পথে ভারতে চলে যায়। সম্প্রতি তারা ভারত থেকে পুনরায় যশোরে এলে কালা জাহাঙ্গীর গ্রুপও সে খবরও জেনে যায়। আর সে কারণে তারাও চলে আসে যশোরে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুব্রত বাইনকে হত্যা করা। কিন্তু তাদের এবারের অবস্থানের খবরটি পুলিশ জেনে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। জানা গেছে, সুব্রত বাইন পুনরায় ভারতে এবং কালা জাহাঙ্গীর অন্যত্র যেয়ে আত্মগোপন করেছে।

শুধু সুব্রত বাইন বা কালা জাহাঙ্গীরই নয়, বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যা মামলার প্রধান আসামি টগরও বিপদ বুঝে প্রথমে যশোরে এসে আত্মগোপন করে। তারপর বেনাপোল দিয়ে পাড়ি জমায় ভারতে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, শুধু রাজধানী বা দেশের অন্যান্য স্থানের শীর্ষ সন্ত্রাসীরাই নয়, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে ৮টি সশস্ত্র গোপন রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের শীর্ষ নেতারাও নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে যশোরকে ব্যবহার করেছে এবং করছে। নাম-পরিচয় গোপন করে থেকেছে সাধারণ মানুষের মাঝেই। অন্তত শীর্ষ তিন চরমপন্থি যশোর থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা তাই প্রমাণ করে। ঐ ৩ চরমপন্থি হলো-পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগীয় সামরিক কমান্ডার মাহমুদ হাসান শিমুল, আব্দুর রশিদ তপন ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগীয় প্রধান বশির উদ্দিন সুজন। এদের মধ্যে শিমুলকে ২০০০ সালের ২৫ মে শহরের পুরাতন কসবা, তপনকে ২৫ জুন ফতেমা হাসপাতালের সামনে থেকে এবং সুজনকে একই বছরের ২৪ জুলাই শহরতলীর কিসমত নওয়াপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরা এমনই ত্রাস যে, সাধারণ মানুষ তাদের নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠতো।

সূত্র মতে, কলকাতা বা বনগাঁ এলাকা বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের কাছে পছন্দের হওয়ার পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে। তা হলো তারা ওপারে জামাই আদরে থাকে। এপার থেকে সাধারণত তারা যায় চোরাচালান সিন্ডিকেটের পরিচালকদের লোকজন হিসেবেই। যে কারণে ওপারের সিন্ডিকেট পরিচালকরাও তাদের যত্নের সঙ্গে দেখভাল করে। আর ধরা পড়লেও অবৈধভাবে সে দেশে থাকার কারণে সামান্য দন্ড দিয়েই মুক্তি পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অপরাধী বিনিময় চুক্তি না থাকায় তাদেরকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেয়া হয় না। এ সমস্ত কারণে ওপারেও বাংলাদেশী অপরাধীদের আস্তানা গড়ে উঠেছে। বনগাঁর যশোর রোডের শ্রীমা সিনেমা হলের কাছে তাদের অনেক পুরনো একটি আস্তানা রয়েছে। এ ছাড়াও তাদের আস্তানা রয়েছে মতিগঞ্জ, জয়পুর, স্টেশন রোড, পাইকপাড়া ও বাগদা এলাকায়। আর কলকাতার নিউ মার্কেট, বসিরহাট, রানা ঘাট, হাওড়া, কৃষ্ণনগর, মালদা, ইসলামপুর, বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরা ঘোরাফেরা করে প্রকাশ্যে এবং দাপটের সঙ্গেই।